ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা

দেশভাগের বিভীষিকা

চিত্রনাট্য: ডাঃ প্রকাশ ঝা

বাংলা অনুবাদঃ অভিষেক রথ

দৃশ্যঃ আয়োজন চলছে...

গান : বাচ্চারা সব দৌড়ে এসো, দেখাই তোমাদের

এক ঝলক হিন্দুস্থান

এই মাটি সব মাখো গায়ে, মাথায় তিলক কাটো

এই ভূমিতে ভরে আছে আত্মবলিদান

বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ...

বাচ্চারা সব দৌড়ে এসো, দেখাই তোমাদের

এক ঝলক হিন্দুস্থান

এই মাটি সব মাখো গায়ে, মাথায় তিলক কাটো

এই ভূমিতে ভরে আছে আত্মবলিদান

বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ....

(আও বাচ্চা তুমে সিখাঁয়ে)

শিশু: দাদু, ... ওরা কী সুন্দর গাইছে না দাদু! শুনতে পাচ্ছ?

দাদু: বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ... এই শব্দবন্ধটাই অসাধারণ – গাইতে চাও ত বারবার শুনতে থাক।

শিশু: কিন্তু দাদু, এ গান ওরা আজকে গাইছে কেন?

দাদু: ১৪ এবং ১৫ আগস্ট যে অনুস্থানটা হতে চলেছে ওরা সেটারই প্রস্তুতি নিচ্ছে।

শিশু: ১৫ আগস্ট যে স্বাধীনতা দিবস তাতো জানি দাদু। কিন্তু ১৪-তে আবার কী আছে?

দাদু: আমাদের দেশভাগ হয়েছিল ১৪ আগস্ট। দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণের দিন হিসেবে আমরা ওই দিনটাকে মনে রাখি।

শিশু: ও? 'দেশভাগের বিভীষিকা' এই ব্যাপারটা কী দাদু?

দাদু: 'দেশভাগ' শব্দটার মানে বোঝ? দেশভাগ ব্যাপারটাই না-বুঝলে, তার দেশভাগের ফলে যে ট্র্যাজেডি হয়েছিল তা কী করে বুঝবে?

বাচ্চারা, আগে আমাদের এই দেশ আয়তনে ছিল বিশাল। কিন্তু পরে তাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

শিশু: মানে, ভাগ করে দেওয়া হয় বলছো?

দাদু: হ্যাঁ, তা একরকম ভাগই করা হয়। কিন্তু দেশভাগ ব্যাপারটা ওই ধরনের ভাগাভাগি নয় মোটেই। ধর, তোমার কাছে দশটা লজেন্স আছে। তোমাকে সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে

হবে – কেমন করে করবে তুমি? দুজনের মধ্যে পাঁচটা পাঁচটা করে? আর যদি তোমার কাছে একটাই মাত্র লজেন্স থাকে তাহলে কী করবে?

শিশু: তাহলে তো দাদু ওটাকে ভেঙ্গে দুভাগে ভাগ করতে হবে।

দাদু: হ্যাঁ রে বাবু ... টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা – তারই নাম দেশভাগ। আর তার সাথে নেমে আসা সেইসব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ... তারই নাম ট্র্যাজেডি।

শিশু: দাদু, মনে হয় দেশভাগ ব্যাপারটা এখন বুঝতে পারছি ... কিন্তু ট্র্যাজেডি ... দেশভাগ ... বিভীষিকা ...

দাদু: শোনো তবে ...

গান : বাচ্চারা সব দৌড়ে এসো, দেখাই তোমাদের

এক ঝলক হিন্দুস্থান

এই মাটি সব মাখো গায়ে, মাথায় তিলক কাটো

এই ভূমিতে ভরে আছে আত্মবলিদান

বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ...

বাচ্চারা সব দৌড়ে এসো, দেখাই তোমাদের

এক ঝলক হিন্দুস্থান

এই মাটি সব মাখো গায়ে, মাথায় তিলক কাটো

এই ভূমিতে ভরে আছে আত্মবলিদান

বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ...

শিশু: দাদু, তাহলে খুলে বল – কীভাবে হল এই দেশভাগ?

দাদু: তা ভালো, বলবো তো বটেই। সেই ভাগের ব্যাপারে – আমাদের দেশভাগের ব্যাপারে। ঐতিহাসিকরা দেশভাগ নিয়ে কী বলেছেন শোনো মন দিয়ে। মন দিয়ে শোনো আর বোঝার চেষ্টা কোরো। ধর্মের নামে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল আমাদের এই দেশকে। এখান থেকে ওখানে পালাতে হয়েছিল লাখ লাখ লোককে। চারদিকে সেকী বিশৃঙ্খলা। লাখে লাখে ভিটেছাড়া মানুস।

গান :

সদাই রীতি প্রেম যেখানের

আমি, সেথারই গান গাই।

বাসিন্দা যে এই ভারতের

তাই, ভারতকথাই কই।

(হ্যায় প্রীত জাহাঁ কি রীত সদা)

প্রথম সুত্রধর : বাস্তুহারা মানুষের বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে পালানোর অভূতপূর্ব বেদনাদায়ক কাহিনী হল এ ই অখণ্ড ভারতের বিভাজন।

দ্বিতীয় সুত্রধর : এ এমন এক কাহিনী যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং প্রতিকূল পরিবে শে অজানা অচেনাদের মধ্যে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে নেমেছিল।

প্রথম সুত্রধর: বিশ্বাস এবং ধর্মের ভিত্তিতে এক সহিংস বিভাজনের কাহিনী হওয়ার পাশাপাশি, এটি ...

দ্বিতীয় সুত্রধর :
... বছরের পর বছর ধরে চলা সহাবস্থানের এবং জীবনধারণের এক শৈলীর আকস্মিক নাটকীয় পরিসমাপ্তির কথাও বটে।

প্রথম সুত্রধর : প্রায় ষাট লাখ অ-
মুসলিম সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে পরবর্তীকালে যার নাম হয় পশ্চিম পাকিস্তান।

দ্বিতীয় সুত্রধর : ৬৫ লক্ষ মুসলমান পাঞ্জাব ও দিল্লির মতো ভারতীয় এলাকাগুলি থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল।

প্রথম সুত্রধর : বিশ লক্ষ অ-মুসলিম পূর্ব বাংলা -- যা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যায় -
সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে।

দ্বিতীয় সুত্রধর : ১৯৫০ সালে, আরও বিশ লাখ অ-মুসলিম ঢোকে পশ্চিমবঙ্গে।

সুত্রধর : দশ লাখ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়।

দ্বিতীয় সুত্রধর : এই বিভীষিকাতে, নিহতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখের কাছাকাছি – এমনটাই শোনা যায়।

প্রথম সুত্রধর: তবে মনে হয়, এই সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ লাখের মধ্যে।

গান : চোখ থেকে হায় অঝোর ধারায় ঝরে বেদনার ধারা

বেদনার ধারা অঝোর ধারায় ঝরে চোখ থেকে হায়

ফেলে আসা প্রাণ, সখাদের ভুলে হয়েছি যে সাথিহারা

বান্ধবজনে ভুলে গেছি হায়, ফেলে আসা প্রাণ তায়

বাচ্চা : দাদু, এতগুলো মানুষের থেকে তাদের ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নেওয়া হল! শুনেই তো কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

দাদু : ভয় লাগারই তো কথা ... একবার ভেবে দ্যাখোতো যারা সে-
সময়ে ছিলেন তাঁদের ওপর দিয়ে কী গেছে?

বাচ্চা : দাদু ... সে সময়ে নিশ্চয়ই আমার মতো বাচ্চারাও ছিল ... তাদের কী হয়েছিলো?

দাদু : হুম ... লাখ লাখ বাচ্চার চোখের সামনেই এসব ঘটেছিল ... সেই মুহূর্তগুলোর স্মৃতি তাদের মন থেকে কখনো মুছে যায়নি ... ওই সব দৃশ্যের কথা মনে পড়লে তারা আজ শিউরে ওঠে

বাচ্চা : এই ব্যাপারে আরও কিছু বলো, দাদু।

দাদু : শোনো তবে ...

গানঃ এই দেখ এই বাংলা কেমন সবুজেতে ভরে আছে

দেশের খাতিরে যত শিশু হেথা মরতেও রাজি আছে

বাচ্চারা সব দৌড়ে এসো, দেখাই তোমাদের

এক ঝলক হিন্দুস্থান

এই মাটি সব মাখো গায়ে, মাথায় তিলক কাটো

এই ভূমিতে ভরে আছে আত্মবলিদান

বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ...

মাস্টারমশাই : বোসো সকলে।

শিশুরা : সুপ্রভাত, মাস্টারমশাই!

মাস্টারমশাই : সুপ্রভাত।

প্রথম শিশু : মাস্টারমশাই, দেশভাগের কথা বলার সময়ে আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বলছিলেন ... তারপর কী হলো বলুন না?

মাস্টারমশাই : ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি হাউস অব কমন্স-এ ঘোষণা করেন...

দ্বিতীয় শিশু : মাস্টারমশাই, আমাকে বাকিটা বলতে দেবেন? পরের ঘটনা আমি জানি।

মাস্টারমশাই : বেশ, তুমিই বলো।

দ্বিতীয় শিশু : তাহলে শোনো বন্ধুরা, সরকার ঘোষণা করে যে ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের আগেই তারা ...

মাস্টারমশাই : দাঁড়াও, পুনম তুমি সামনে এসে বল।

দ্বিতীয় শিশু : আচ্ছা মাস্টারমশাই। হ্যাঁ, যা বলছিলাম আর কী,
সরকার ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তর সেরে ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

তৃতীয় শিশু : আমি বলবো মাস্টারমশাই?

মাস্টারমশাই : বেশ, বলো।

তৃতীয় শিশু : তবে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন
কিন্তু তাড়াহুড়ো করে এক বছর আগেই পুরো প্রক্রিয়াটা শেষ করে ফেলেছিলেন।

চতুর্থ শিশু : হ্যাঁ, লন্ডন থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুমোদন পেয়ে ১৯৪৭ সালের ৩১ মে নয়াদিল্লিতে ফিরে আসেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

পঞ্চম শিশু : তাইতো, আমারও মনে পড়েছে!
১৯৪৭ সালের ২ জুন এক ঐতিহাসিক বৈঠকে দেশভাগের পরিকল্পনার বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য হয়েছিল।

ষষ্ঠ শিশু : পূর্বশর্ত মেনেই নেওয়া হয়েছিল ভারত ভাগের এই সিদ্ধান্ত।
ভারতের মতো দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা উচিত - এই পরিকল্পনা ব্যাপক বিরোধিতার সামনে পড়েছিল।

প্রথম শিশু : শুনতে তো পাই
যে, এই বিভাজনের জন্য সেইসব নেতারাই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন যারা এতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন।

মাস্টারমশাই : চমৎকার ... বাঃ বাচ্চারা, তোমরা তো দেখছি অনেক খবরই রাখ। দাঁড়াও, আবার শুরু করার আগে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক।

শিশুরা : আচ্ছা, মাস্টারমশাই।

গান : বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ...

প্রথম সুত্রধর : দেশভাগ নিয়ে কী ভাবছিস বল দেখি ভাই ?

দ্বিতীয় সুত্রধর : ভাই রমেশ, দেশভাগে উৎসাহ দিলে করলে সমাজের উন্নতি হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায় তা দের নিজস্ব অধিকার পাবে।

প্রথম সুত্রধর : মোটেই
নয়! বিভাজন নয়, সমাজের উন্নয়ন একমাত্র ঐক্যের মাধ্যমেই সম্ভব। আমাদের সকলকে একসাথে স মৃদ্ধির পথে চলতে হবে।

দ্বিতীয় সুত্রধর : তোমার যুক্তিগুলো সঙ্গত হলেও, বাস্তবে সবকিছু সম্ভব হয়ে উঠতে পারে একমাত্র দেশভাগের মাধ্যমেই।

প্রথম সুত্রধর : না
না। দেশের উন্নয়নের জন্যে আমাদের সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। দেশভাগের এই বিভীষিকাকে আমাদের পুরোপুরি মুছে ফেলতেই হবে।

দ্বিতীয় সুত্রধর : সেতো ভালো কথা, কিন্তু একথাটা সবাই ঠিকঠাক করে মানবে তো?

প্রথম সুত্রধর : না মানার কী আছে তা অন্তত আমার মাথায় তো ঢুকছে
না। আরে ভাই, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি তো নিশ্চয়ই সম্ভব। এগিয়ে যেতে হলে, আবহমান এই একতার ঐতিহ্যকে বজায় রাখতেই হবে।

দ্বিতীয় সুত্রধর : বেশ, তা তো হল, এবার
অবিভক্ত ভারতের বিভাজনের সময় আর কী কী ঘটেছিল তা শুনি ...

প্রথম সুত্রধর : এ দুর্ভোগের মধ্যে যারা গেছেন তারাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন ...

গান : বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ...

শিশুরা : শুভ অপরাহ্ণ, মাস্টারমশাই!

মাস্টারমশাই : শুভ অপরাহ্ণ, বোসো সকলে। এবার তাহলে শুরু করা যাক?

শোনো তাহলে ... ১৯৪৭ সালের ৯ জুন নতুন দিল্লির ইম্পেরিয়াল হোটেলে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম শিশু : অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ছাড়াও, কংগ্রেস এবং সেই সময়কার বহু নেতার অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অযোগ্যতার কারনে, দেশভাগের এই প্রস্তাবের সেরকম কোনও কড়া বিরোধিতাই হল না। কংগ্রেসি নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মুসলিম লীগের জিন্নার মতবিরোধের ফলে ভুগতে হল আমাদের দেশকে – দেশভাগ এরই পরিণতি।

দ্বিতীয় শিশু : মাস্টারমশাই, এর পরের ঘটনাটাও আমার জানা।

মাস্টারমশাই : যা দেখছি, সবই পুনমের জানা! তা ভালো, ভাগ করে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের বিস্তার। বেশ, তুমিই বলো!

দ্বিতীয় শিশু : বন্ধুরা, দেশভাগের প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

তৃতীয় শিশু : প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ৩০০ ভোট এবং বিপক্ষে মোটে ১০টি ভোট।

চতুর্থ শিশু : ক্রমে, ভারত ও পাকিস্তান – দুই ভাগে বিভক্ত হল দেশ।

পঞ্চম শিশু : ধর্মের ভিত্তিতে, পূর্ববঙ্গও ভেঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হল।

দাদু : ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে ভারতের বিভিন্ন অংশে যে ব্যাপক ও নৃশংস সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল তা অনেক জায়গায় বিশদভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।
দিনটি ছিল ১৯৪৭ সালের ৪ মার্চ। পুলিশ হিন্দু ও শিখদের এক মিছিলে গুলি চালায়।

দ্বিতীয় সুত্রধর : দেখতে দেখতে ৬ মার্চ সকালে অমৃতসর, জলন্ধর, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান আর শিয়াল কোট সহ পাঞ্জাবের সব শহরে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথম সুত্রধর : পাঞ্জাবের তুলনায় বাংলায় ঘরছাড়া ও পুনর্বাসনের পরিস্থিতি ছিল অনেকটাই আলাদা। বাংলায় এর জের চলেছিল কয়েক দশক ধরে।

দ্বিতীয় সুত্রধর : বাংলার লোকেদের কপালটা ছিল আরও খারাপ।

প্রথম সুত্রধর : কেন?

দ্বিতীয় সুত্রধর : কারণ, বাংলার লোকেদের দু-দুবার ভিটেছাড়া হতে হয়েছিল ...

প্রথম সুত্রধর : দুবার ...!

দ্বিতীয় সুত্রধর : ঠিক তাই ...

প্রথম সুত্রধর : একবার তো তাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে হয়েছিল ...

দ্বিতীয় সুত্রধর : তারপর সেখান থেকে পালিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে হয় ...

প্রথম সুত্রধর : ভাই... ওখানকার কর্তৃপক্ষ দেশভাগের ফলে হওয়া ভয়াবহতাকে কম করে দেখায় ... হাজার হাজার হিন্দু পরিবার ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকা থেকে পালিয়ে এসে শিয়ালদহে পৌঁছায় ...

দ্বিতীয় সুত্রধর : অত সহজে পৌঁছায়নি ... পথে মেয়েদের সকলের গয়নাগাটি ছিনতাই হয়েছিল ... নানা ভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল তাঁদের।

প্রথম সুত্রধর : বাচ্চা, মহিলা ও বয়স্ক – সকলের সাথেই দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় সুত্রধর : তা সে মেয়েই হোক বা বাচ্চা বা বুড়োবুড়ি - দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল সকলের সাথেই ...

প্রথম সুত্রধর : হ্যাঁ, একদম ঠিক ... দেশভাগের সময় মেয়েদেরকে বহু দুর্ভোগ পোয়াতে হয়েছিল।

দ্বিতীয় সুত্রধর : লাখ লাখ পরিবার হারিয়েছিল প্রিয়জনদের।

প্রথম সুত্রধর : শুধু তাই নয়, ট্রেনে চড়া জীবিত মানুষেরা লাশের স্তূপ হয়ে পৌঁছেছিল এখানে ...

(শিশুরা কাঁদতে শুরু করে...)

দাদু : কাঁদছো কেন ...? কাঁদে না বাবা ... চুপ কর ...

শিশু : ঢাকা থেকে আসা শরণার্থীদের কি হল দাদু? যারা সবকিছু হারিয়েছিল ...

দাদু : সে কথাও ভারি অদ্ভুত ... কথায় আছে না -- না ঘরের না বাইরের ...

শিশু : সে আবার কী?

দাদু : ওরা নিজেদের ভিটে ছেড়ে এখানে এসেছিলেন ... আর এখানেও তাঁদের উদ্বাস্তু বলা হয় ...

গান : চোখ থেকে হায় অঝোর ধারায় ঝরে বেদনার ধারা

বেদনার ধারা অঝোর ধারায় ঝরে চোখ থেকে হায়

ফেলে আসা প্রাণ, সখাদের ভুলে হয়েছি যে সাথিহারা

বান্ধবজনে ভুলে গেছি হায়, ফেলে আসা প্রাণ তায়

তৃতীয় চরিত্র : পূর্ব পাকিস্তান থেকে এত লোক বাংলায় এসেছিল যে থাকার জন্য তাদের কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে এক ইঞ্চি জায়গাও অবশিষ্ট ছিল না।

চতুর্থ চরিত্র : পশ্চিমবঙ্গ সরকার চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও চাঁদপুর থেকে শরণার্থীদের কলকাতায় আনার জন্য পনেরটি স্টিমারের ব্যবস্থা করেছিল।

তৃতীয় চরিত্র : পূর্ব পাকিস্তান থেকে জলপথে মানুষ পালিয়ে আসে ... বহু নৌকা... জলে ডুবে গিয়েছিল ... দিনকয়েক পর জলের ওপরে লাশের পর লাশ ভাসতে দেখা গিয়েছিল ...

তৃতীয় ও চতুর্থ চরিত্র : আমাদের জমিতেই বা আহামরি এমন কী ছিল... যার জন্য আমরা সব কিছু হারালাম ...

চতুর্থ চরিত্র : বাংলা, পাঞ্জাব, গুজরাট, সিন্ধ – চারদিকে তখন দেশভাগের আগুন।

পঞ্চম চরিত্র : সিন্ধের লোকেরা তো বাস্তুচ্যুত হয়ে এখানে চলে এলেন, কিন্তু... সিন্ধু আমরা পেলাম না ...

তৃতীয় সুত্রধর : সিন্ধের কথা ওঠায় মনে পড়লো - বেশিরভাগ সিন্ধি পরিবার এসেছিল রাজস্থানে।

(সিন্ধি পরিবারের রূপে)

সিন্ধি পুরুষ : দেশভাগের পরে, লাখে
লাখে শরণার্থী পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিল এবং শরণার্থীরা যেসব রাজ্যে দলে দলে এসেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল রাজস্থান।

সিন্ধি মহিলা : রাজস্থানে আমাদের মতো শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ছিল মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ।

সিন্ধি পুরুষ : আমাদের আসার সাথে সাথে রাজস্থানের সাংস্কৃতিক পরিবেশও বদলে গেল। আমরাও পাল্টাতে শুরু করলাম। আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা, রীতিনীতি সবই বদলে গেল।

সিন্ধি মহিলা : সিন্ধে আমার একটা বড় ব্যবসা ছিল। আর, এখানে আমার বাচ্চাদের জন্য দুবেলা খাবার জোটাতেও পারছিলাম না।

সিন্ধি পুরুষ : আমার দোকানপাট ও বাড়িঘরে তো লুটপাট চলেছিল।

সিন্ধি মহিলা : সে রাতের কথা কোনওদিন ভুলতে পারব না বাবু ... যখন বাচ্চাদের কোলে তুলে পালিয়ে এসেছিলাম।

সিন্ধি পুরুষ : দৌড়তে দৌড়তে, লুকিয়ে কোনওমতে কোনওরকমে রাজস্থানের বিকানীরে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছেছিলাম।

সিন্ধি মহিলা : আমাদের বহু আত্মীয়স্বজন পথে আলাদা হয়ে যায়। তারপর থেকে তাদের আর কোনওদিন দেখতে পাইনি। কেউ কেউ ঝুনঝুনুতে থেকে যান।

সিন্ধি পুরুষ : ওঁরাও বা আর কতদিন আমাদের রাখতে পারতেন,
বেচারা? শেষ পর্যন্ত হার মেনে সেই আমাদের শরণার্থী শিবিরেই আসতে হলো। হাসিখুশি সুখী পরিবার, গ্রাম বা শহর যে কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তা জানতে হলে আমাদের জিজ্ঞাসা করুন।

সুত্রধর : পাকিস্তান থেকে লাখে লাখে মানুষ এসে পৌঁছায় জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুজরাত, বাংলা, রাজস্থান...

গান : চোখ থেকে হায় অঝোর ধারায় ঝরে বেদনার ধারা

বেদনার ধারা অঝোর ধারায় ঝরে চোখ থেকে হায়

ফেলে আসা প্রাণ, সখাদের ভুলে হয়েছি যে সাথিহারা

বান্ধবজনে ভুলে গেছি হায়, ফেলে আসা প্রাণ তায়

বাচ্চা : দাদু ... আর কিছু শুনতে চাই না ...

দাদু : ঠিকই। আমাদের দেশের এ এক এমনই কালো অধ্যায় যে এসব ঘটনা শুনে চলা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। বুক ফেটে যায় এসব শুনলে ...এ শুনলে পাথরের মত হৃদয় যার সেও গলে যায় ... আর তোমরা তো নেহাতই শিশু ...

প্রথম ও দ্বিতীয় সুত্রধর : জীবনের প্রতিটি ভর যেখানে হাসিতে ঝলমল করত, আজ সেখানকার দৃশ্য দেখলে চোখের জলও রক্তে পরিণত হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরিত্র : সন্ত্রাস, যুদ্ধ আর নির্মমতার দায় বয়ে চলার দায়ভারের তুলনার তোমার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়াতো কিছুই নয় ...

প্রথম চরিত্র : দেশভাগের ভয়াবহতায় যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন এবং ভিটেছাড়া হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তাঁদের জানাই প্রণাম।

দ্বিতীয় চরিত্র : নিজেদের দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

তৃতীয় চরিত্র : দেশভাগের রাজনৈতিক খেলায় এক ভাইয়ের মনে অন্য ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিষ ভরে দেওয়া হয়েছিল।

চতুর্থ চরিত্র : এই বিষের জন্যেই তো মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে গেছে, মানুষ মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করেছে আর মানুষ হারিয়েছে মানুষকে। আর আমাদের অবিভক্ত ভারত টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

দাদু : যা হওয়ার ছিল হয়েছে ... এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী কী বলতে চান শোনো :

প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর : দেশভাগের যন্ত্রণা কখনও ভোলা সম্ভব নয়। ঘৃণা ও হিংসার কারণে, আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইবোনকে ভিটেছাড়া হতে হয়েছে, অনেকের তো প্রাণও গেছে। তাঁদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের স্মৃতিকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে, ১৪ আগস্টকে আমরা 'দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণের দিন' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রথম
চরিত্র : আমরা আর কোনো রাজনৈতিক প্রতারণার ফাঁদে পা দেব না। ঐক্য ও অখণ্ডতার সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমি ভারতকে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বিকশিত করে তুলব। কেউ আমাদের জাতধর্মের নামে কিংবা দুর্নীতির মাধ্যমে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা করলে, আমরা আর তাতে ভুলবো না ...

সকলে : আমরা আর ভুলবো না ...

দ্বিতীয় চরিত্র : আমরা সর্বদা আমাদের দেশকে অখণ্ড রাখব

সকলে : আমরা সর্বদা আমাদের দেশকে অখণ্ড রাখব

তৃতীয় চরিত্র : আমরা রাজনৈতিক ফাঁদে পা দেব না

সকলে : আমরা রাজনৈতিক ফাঁদে পা দেব না

চতুর্থ চরিত্র : ঐক্য ও অখণ্ডতার সঙ্গে আমাদের মাতৃভূমি ভারতকে আমরা শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে বিকশিত করে তুলব।

সকলে : মাতৃভূমি ভারতকে আমরা বিকশিত করে তুলব।

এসো, শপথ গ্রহণ করি ...

ভারতমাতা দীর্ঘজীবী হোক! ভারতমাতা দীর্ঘজীবী হোক!

গান : বন্দে মাতরম ... বন্দে মাতরম ...